



সরকারি হাট- বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা
হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত

নীতিমালা

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

তারিখঃ ০৬ আশ্বিন ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০

তারিখ : ০৬ আশ্বিন ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রেরক : আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক :

(১) মেয়র

..... সিটি কর্পোরেশন।

(২) জেলা প্রশাসক

.....।

(৩) মেয়র/প্রশাসক

..... পৌরসভা, জেলা।

(৪) চেয়ারম্যান

..... উপজেলা পরিষদ, জেলা।

(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার

..... উপজেলা, জেলা।

(৬) চেয়ারম্যান

..... ইউনিয়ন পরিষদ

..... উপজেলা, জেলা।

বিষয় : সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা।

সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন সম্পর্কিত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখের প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১(৫৫০০)নং স্মারকের নীতিমালা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সকল আদেশ বাতিলক্রমে সরকার হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন বিষয়ে এই নীতিমালা জারি করিলেনঃ

১। হাট-বাজারের ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ :

১.১ প্রতিটি উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন তাহাদের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত অধিক্ষেত্রের অধীন এবং ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারগুলি ইজারা প্রদান করিবে।

১.২ যদি কোন হাট বাজার একাধিক জেলা সীমানার মধ্যে পড়ে তাহার ইজারা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার গ্রহণ করিবেন এবং ইজারালব্ধ অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী হারাহারিভাবে বন্টন করিবেন। ইজারা কার্যক্রম গ্রহণে নিম্নরূপ কমিটি হইবেঃ

(১) কমিশনার	-	সভাপতি
(২) জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৩) উপ- পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৫) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ	-	সদস্য
(৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	-	সদস্য
(৭) উপ- পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৭) মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/ চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ	-	সদস্য
(৮) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	-	সদস্য সচিব

১.৩ যদি কোন হাট- বাজার দুই বা ততোধিক উপজেলা ও পৌরসভার সীমানার মধ্যে পড়ে তবে তাহার ইজারা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক গ্রহণ করিবেন এবং ইজারালব্ধ অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী হারাহারিভাবে বন্টন করিবেন। সেইক্ষেত্রে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণে নিম্নরূপ কমিটি হইবেঃ

(১) জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২) উপ- পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৪) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ	-	সদস্য
(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	-	সদস্য
(৬) উপ- পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৭) মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/ চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ	-	সদস্য
(৮) উপ- পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য সচিব

১.৪ প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ঐ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত (যেখানে প্রযোজ্য) একটি হাট- বাজার সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকিবেঃ

- (১) ১৪১৪ বাংলা সালে ইজারা মূল্য দেড় লক্ষ টাকার কম হইতে হইবে;
- (২) হাট- বাজারটির ইজারা প্রদান কার্যক্রম উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অন্যান্য হাট- বাজারের সাথেই সম্পন্ন হইবে এবং উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে উক্ত হাটবাজার নির্ধারণ করিবেন;
- (৪) ইজারালব্ধ টাকা হইতে অত্র নীতিমালার অনুচ্ছেদ- ৪ (হাটবাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারালব্ধ অর্থ বন্টন পদ্ধতি) এর (ক) ১,২,৩,৪,৬ উপ- অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে বন্টনের পর অবশিষ্ট ৪৬% অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা হইবে;
- (৫) পরবর্তী সময়ে উক্ত নির্ধারিত হাট- বাজারটির ইজারা মূল্য দেড় লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলেও তাহা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

তবে কোন ইউনিয়নে যদি ১৪১৪ বাংলা সালে দেড় লক্ষ টাকার কম ইজারা মূল্য ছিল এমন হাট- বাজার না থাকে, সেইক্ষেত্রে ১৪১৪ বাংলা সালে সর্বনিম্ন ইজারামূল্যের হাট- বাজারটি উপজেলা পরিষদের অনুমোদনক্রমে উক্ত ইউনিয়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

১.৫ উপ- অনুচ্ছেদ ১.২ ও ১.৩ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, যদি কোন হাট- বাজার দুই বা ততোধিক সংস্থার অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় সেইক্ষেত্রে যে অধিক্ষেত্রে হাট- বাজারটির বেশীভাগ অংশ বিদ্যমান থাকিবে, সে সংস্থা কর্তৃক ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে এবং ইজারা লব্ধ অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থাসমূহের মধ্যে হারাহারি ভাবে বন্টন করিবে।

২। দরপত্র আহবান ও দাখিল প্রক্রিয়াঃ

- ২.১ হাট- বাজারের ইজারা বাংলা বৎসরের ভিত্তিতে (বৈশাখ- চৈত্র) ০১ (এক) বৎসরের জন্য প্রদান করিতে হইবে। কোন বৎসরের যাবতীয় ইজারা কার্যক্রম পূর্ববর্তী বৎসরের ২০শে চৈত্রের মধ্যে সমাপ্ত/সম্পন্ন করিতে হইবে।
- ২.২ ইজারা বৎসর শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী বৎসরের মাঘ মাস হইতে ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে এবং সকল হাট- বাজারের ইজারা সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে।
- ২.৩ সরকারি মূল্যঃ ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে হাট- বাজারের সরকারি মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে। সরকারি মূল্য হইবে বিগত ৩ বৎসরের ইজারা মূল্যের গড় মূল্য। উল্লেখ্য যে, উক্ত ৩ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসর খাস আদায় করা হইলে উক্ত খাস আদায়ের অর্থ ইজারা মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে। কোন আইনগত বাধার কারণে কোন বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য টোল/খাস আদায় বন্ধ থাকিলে, উক্ত বৎসরের পূর্ণ সময়কালের জন্য মূল্য নির্ধারণ পূর্বক সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে কোন বৎসরের সমস্ত সময়ের জন্য টোল/খাস আদায় বন্ধ থাকিলে পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহের ইজারা মূল্য সরকারি মূল্য নির্ধারণে বিবেচনা করা যাইবে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বা ইতিপূর্বে ইজারা হয়নি এমন হাট- বাজারের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সরকারি মূল্য নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট পরিষদের সভায় পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে। প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর অনুসরণপূর্বক পরবর্তী বৎসরসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারিত হইবে।
- ২.৪ হাট- বাজারের প্রাপ্ত ইজারা মূল্য হইতে ইজারাজনিত খরচ (সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি বিল, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি) নির্বাহ করার জন্য রাজস্ব বাজেটে ব্যবস্থা রাখিতে হইবে (খাস আদায় ব্যতীত)। সিডিউল বিক্রির অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- ২.৫ সিডিউল মূল্যঃ হাটবাজার ইজারার ক্ষেত্রে সিডিউলের মূল্য নিম্নরূপ হইবে-

হাটবাজারের ইজারা মূল্য-

(অ) ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা

(আ) ১.০০ (এক) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ১০০০ (এক হাজার) টাকা

(ই) ২ (দুই) লক্ষ উর্ধ্বে প্রতি লক্ষ বা তার ভগ্নাংশ টাকার জন্য ১০০০ (একহাজার) টাকার সাথে অতিরিক্ত ২০০ টাকা করিয়া যোগ করিতে হইবে।

[এইখানে ইজারা মূল্য বলিতে সরকারি মূল্যকে বুঝাইবে]

- ২.৬ দরপত্র আবেদন সহজলভ্য করিবার নিমিত্ত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেঃ

হাট- বাজার ইজারার দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য দরপত্র দাখিলের পূর্বে নিম্নোক্ত কার্যালয় হইতে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাইবে। যথাঃ

- ২.৬.১ উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনাধীন হাট- বাজারের দরপত্রের আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, সোনালী ব্যাংকের উপজেলা সদরের শাখা ও থানা (পুলিশ স্টেশন)।
- ২.৬.২ পৌরসভা ব্যবস্থাপনাধীন হাট- বাজারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কার্যালয় ছাড়াও উপদফা ২.৬.১ এ বর্ণিত কার্যালয়সমূহ হইতেও হাট- বাজার ইজারা দরপত্রের আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।
- ২.৬.৩ সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনাধীন হাট- বাজারের দরপত্রের আবেদন সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন অফিস, উহার আঞ্চলিক অফিসসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।
- ২.৭ দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত দিনের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে উপজেলার হাট- বাজারসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, পৌরসভা অফিস, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, সংশ্লিষ্ট হাট- বাজার, পুলিশ স্টেশন, সাব- রেজিস্ট্রার অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ও জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ

অফিসসমূহে নোটিশ টাংগাইয়া ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের হাট-বাজারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে নোটিশ টাংগাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও হাট-বাজারে মাইক, ঢোল-সহরতের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলের তারিখ এবং সময় ঘোষণার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইজারা বিজ্ঞপ্তি নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রদান করিতে হইবে। অধিকন্তু, কোন হাট-বাজারের সরকারি মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে স্থানীয় পত্রিকায় (যদি থাকে) এবং ২৫ লক্ষ টাকার অধিক হইলে একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে (বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য ধর্তব্য মূল্য হইবে সরকারি মূল্য)। কোন হাট-বাজারের ইজারা মূল্য ১(এক) কোটি টাকার বেশী হইলে ইজারা বিজ্ঞপ্তি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে প্রদান করিতে হইবে।

২.৮ দরপত্র জমা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবেঃ

- ২.৮.১ উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের দরপত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি), পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।
- ২.৮.২ পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পৌরসভা কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।
- ২.৮.৩ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন অফিস, উহার আঞ্চলিক অফিসসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।

২.৯ সরকারি হাট-বাজার ইজারা প্রদানের জন্য সকল ক্ষেত্রে বন্ধখামে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রদাতাকে উদ্ধৃত মূল্যের ৩০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/ পে- অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ২৫% অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হইবে এবং বাকী ৫% অর্থ জামানত হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে। ইজারা গ্রহীতা নিয়মিত হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করিলে বা অন্য কোন ক্ষতি সাধন করিলে, উক্ত জামানত হইতে তাহা মিটানো হইবে। বৎসর সমাপনান্তে জামানতের অব্যবহৃত টাকা জমাকারীর বরাবরে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

২.১০ প্রাপ্ত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত দরের অংক যদি সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে পুনরায় দরপত্র আহবান করিতে হইবে। দ্বিতীয় বার দরপত্র আহবান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে তৃতীয় বার দরপত্র আহবান করিতে হইবে। তৃতীয় বার দরপত্র আহবান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে যথাযথ ইজারা মূল্য না পাওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান কারণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রনাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সাধারণ/বিশেষ সভার এবং খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভার নিয়ন্ত্রনাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে পৌর পরিষদের সাধারণ/বিশেষ সভার কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে। সেই সাথে নতুন বৎসর শুরু হইলে খাস আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টি তাঁর পর্যায়ে নিষ্পত্তি করবেন। 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপযুক্ত প্রস্তাবসহ সিদ্ধান্তের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। দরপত্র মূল্যায়ন ও ইজারা প্রদানঃ

৩.১ উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনাধীন হাটবাজারসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জমাকৃত সকল দরপত্র সংগ্রহ করিয়া তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক নিম্নোক্তভাবে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee) তে পেশ করিবেন।

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- আহবায়ক
(খ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মনোনীত পরিষদের একজন সদস্য	- সদস্য
(গ) উপজেলা কৃষি অফিসার	- সদস্য
(ঘ) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	- সদস্য
(ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	- সদস্য
(চ) উপজেলা প্রকৌশলী	- সদস্য-সচিব

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রসমূহ দাখিলের পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বাছাইয়ের পর সুপারিশ/মতামতসহ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ- এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

- ৩.২ পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভার দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রসমূহ দাখিলের পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশ/মতামতসহ পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব- এর মাধ্যমে মেয়র এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। মেয়র পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।
- ৩.৩ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি জমাকৃত সকল দরপত্র একীভূত করিয়া ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশ/মতামতসহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মেয়রের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। মেয়র পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।
- ৩.৪ ৩.১, ৩.২, ৩.৩ উপ- অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইজারামূল্য অনুমোদনে কোনপ্রকার জটিলতার উদ্ভব হইলে, তা পরবর্তী সাধারণ সভায় উত্থাপনপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। দরপত্র অনুমোদনের ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদিত দরদাতাকে জানাইতে হইবে। দরপত্রদাতা অবহিত হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত জামানতের ২৫% অর্থ সমন্বয় করতঃ ইজারার অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর পরিশোধ করিবেন। অন্যথায় তাহার দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ও জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন হাটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন হাটের ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা রাজস্ব তহবিলে জমা করিতে হইবে। গৃহীত দরের সম্পূর্ণ টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা দেওয়ার পর হাট- বাজারের দখল অনুমোদিত দরপত্র দাতার নিকট নির্ধারিত চুক্তিনামার মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। কোন অবহেলার কারণে এর অন্যথা ঘটিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।
- ৩.৫ চুক্তিনামাঃ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র অথবা প্রশাসক//সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা তাঁহাদের মনোনীত কর্মকর্তা স্ব- স্ব এলাকার ব্যবস্থাপনাধীন হাটবাজারের ইজারার চুক্তি দলিলে (পরিশিষ্ট- "২") স্বাক্ষর করিবেন। ক্ষেত্র বিশেষে কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ জেলা প্রশাসক চুক্তি দলিলে স্বাক্ষর করিবেন।
- ৩.৬ হাট- বাজার ইজারা প্রদানের পর ইজারা মূল্য গ্রহণান্তে, কোন কারণে ইজারাদারকে যথাসময়ে হাট- বাজার হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে অথবা হস্তান্তরের পর আইনগত কারণে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার টোল আদায়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলে, টোল আদায় হইতে বিরত থাকাকালীন সময়ের জন্য, মোট ইজারা মূল্যের আনুপাতিক হারে অর্থ ইজারাদারকে ফেরত প্রদান করা যাইবে।
- ৩.৭ কোন বিশেষ কারণে যদি দরপত্র দাখিলের তারিখ পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা ব্যাপক প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক লিখিতভাবে দরপত্র গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ও সময় ঘোষণা করিবেন।

৪. খাস আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যক্রমঃ

৪.১ উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রনাধীন হাট- বাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায়ের কমিটি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
(খ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত পরিষদের একজন সদস্য	-	সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট হাটের নিকটবর্তী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য
(ঘ) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(চ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য	-	সদস্য
(ছ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের ইউপি মহিলা সদস্য	-	সদস্য
(জ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঝ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য- সচিব

সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদটি শূন্য থাকিলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমিটির সদস্য এমন একজন কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব মনোনীত করিতে পারিবেন।

৪.২ 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার অধিভুক্ত হাটবাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায় কমিটি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ঘ) সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য
(ঙ) সচিব, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য- সচিব

কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো- অপ্ট করিতে পারিবে।

৪.৩ 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার অধিভুক্ত হাটবাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায় কমিটি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ) জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ঙ) সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য
(চ) সচিব, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য- সচিব

কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো- অপ্ট করিতে পারিবে।

৪.৪ সিটি কর্পোরেশন অধিভুক্ত হাট- বাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায়ের কমিটি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
(খ) পরিচালক, স্থানীয় সরকার	-	সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঘ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের সচিব	-	সদস্য
(চ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জোন)	-	সদস্য
(ছ) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা/সম্পত্তি কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো- অপ্ট করিতে পারিবে।

৪.৫ খাস আদায়ের ক্ষেত্রে লোকবল নিয়োগসহ যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা কমিটির থাকিবে।

৪.৬ খাস আদায় কার্যক্রম পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য খাস আদায় কমিটি আদায়কৃত অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে। তবে এই ব্যয়ের পরিমাণ আদায়কৃত অর্থের ১০% এর মধ্যে অবশ্যই সীমিত রাখিতে হইবে।

৪.৭ খাস আদায় চলাকালীন যদি সংশ্লিষ্ট হাট- বাজারটির ইজারা প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যতদিন খাস আদায় সম্পন্ন হইয়াছে, মূল ইজারা মূল্য হইতে আনুপাতিক হারে ঐ সময়ের নির্ধারিত মূল্য বাদ দিয়ে বাকি টাকা আদায়যোগ্য হইবে।

৪.৮ হাট- বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হইতে (খাস আদায়জনিত খরচ বাদে) ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বাবদ এবং ৫% অর্থ আয়কর বাবদ সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৪.৯ হাটবাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হতে খাস আদায়জনিত খরচ এবং মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) ও আয়করের অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা ৯নং অনুচ্ছেদের বন্টন নীতিমালা অনুযায়ী বন্টন করিতে হইবে।

৫। টোল আদায়ের হারঃ

উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিস্তারিত যাচাই বাছাইপূর্বক টোল আদায়ের হার সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সহ প্রস্তুত করতঃ অনুমোদন ও প্রচার করিবেন। উল্লেখ্য যে, টোল আদায়ের হার ইজারা কার্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে প্রস্তুত করিতে হইবে। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইজারাদারকে ইজারা চুক্তিনামার পর দখলনামার সাথে একটি টোল আদায়ের হারের তালিকা সরবরাহ করিবেন। উক্ত তালিকা বাজারের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ইজারাদার কর্তৃক প্রদর্শনের রাখিতে হইবে। ইজারাদার কর্তৃক দৃশ্যমান স্থানে টোল আদায়ের হার টাংগাইতে ব্যর্থ হইলে এবং নির্ধারিত হারের চাইতে বেশী টোল আদায় করা হইলে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ইজারাদারের ইজারা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন এবং জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৬। আপত্তি/ আপিল নিষ্পত্তিঃ

হাটবাজার ইজারা সম্পর্কে কোন আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে তাহা নিম্নোক্তভাবে নিষ্পত্তি হইবে-

৬.১ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এবং খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভার মেয়রের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ/আপত্তি করা যাইবে। জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় শুনানী শেষে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবেন।

জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে আপিল দায়ের করা যাইবে। বিভাগীয় কমিশনার শুনানী শেষে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। এইক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬.২ বিশেষ শ্রেণী ও 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ/আপত্তি দায়ের করা যাইবে। বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজনীয় শুনানী শেষে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে লিখিতভাবে আপিল দায়ের করা যাইবে। এইক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। ইজারাদারের দায়- দায়িত্বঃ

হাটবাজারের ইজারাদারের দায়- দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবে -

৭.১ ইজারাদারকে নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ অর্থ (যাবতীয় কর ও ভ্যাটসহ) পরিশোধ করিয়া চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। ইজারাদার কর্তৃক নিয়মিতভাবে হাটবাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

৭.২ ইজারাদারকে অনুমোদিত টোল রেইট এর তালিকা বাজারের দৃশ্যমান স্থানে জনগণের জ্ঞাতার্থে টাংগাইয়া রাখিতে হইবে।

৭.৩ ইজারাদার কোনক্রমেই ইজারা প্রাপ্ত হাটবাজার অন্যের নিকট ইজারা বা বন্দোবস্ত (সাবলীজ) দিতে পারিবে না।

৭.৪ ইজারাদার যদি এই নীতিমালার বা ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভংগ করে, তবে তাহার ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেইক্ষেত্রে তাহার জমাকৃত ইজারার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং হাটটি পুনরায় ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেয়র/প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশন হাট- বাজারসমূহ ইজারা প্রদান শেষে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিটি হাটের প্রাপ্ত ইজারা মূল্যের বিবরণী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা প্রশাসক তাহার অধিক্ষেত্রের সকল হাট- বাজারের বিগত তিন বৎসরের আয়সহ বর্তমান বৎসরের আয়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রতি বৎসরের ৩০শে বৈশাখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

৯। হাটবাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারালব্ধ অর্থ ব্যবস্থাপনা ও বন্টন পদ্ধতিঃ

৯.১ হাট- বাজার হইতে ইজারালব্ধ আয় "হাট- বাজারের ইজারালব্ধ আয়" নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলিয়া জমা রাখিতে হইবে।

৯.২ উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হাট- বাজারের ইজারালব্ধ আয় নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করিতে হইবেঃ

- ৯.২.১ প্রতিটি হাট- বাজারের ইজারার আয় হইতে ৫% অর্থ সেলামীস্বরূপ সরকারকে "৭- ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে ইজারার টাকা জমা হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- ৯.২.২ ২০% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন প্রদান বাবদ "৭- ভূমি রাজস্ব" খাতের অধীনে "৪- হাট- বাজার ইজারা হইতে জমা" নামক গৌণ খাতে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে ইজারার টাকা আদায়ের ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রে চালানোর এক কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।
- ৯.২.৩ ৫% অর্থ যে ইউনিয়নে হাট- বাজারটি অবস্থিত সেই ইউনিয়ন পরিষদকে অতিরিক্ত প্রদান করিতে হইবে। ইহা উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব আয় হিসেবে গণ্য হইবে।
- ৯.২.৪ ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১২১০০৩৯৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা) ইজারার টাকা জমা হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- ৯.২.৫ ১৫% অর্থ সংশ্লিষ্ট হাটবাজারের রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নয়নের জন্য উপজেলা হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যয় করিতে হইবে। এই অর্থ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে। হাটবাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ড্রেনেজ, ছাউনী (শেড), স্যানিটেশন (ল্যাট্রিন/ইউরিনাল), টিউবওয়েল স্থাপন, হাটবাজারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা/চলাচল পথ নির্মাণ ইত্যাদি অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই কাজগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে। তবে যে সকল হাট- বাজারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত হাট- বাজারের জন্য সরকার ও দাতা সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৫% অর্থ এর পরিবর্তে হাট- বাজারের রক্ষণাবেক্ষণের (Routine and Periodical Maintenance) জন্য প্রয়োজনবোধে ২৫% পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যাইবে।
- ৯.২.৬ ১০% অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে উপজেলার অন্তর্গত হাট- বাজারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ/ উন্নয়নের জন্য জমা হইবে। তবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কোন হাটের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট হাটের রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকিলে সেই সকল হাটের ইজারা মূল্য হইতে এই খাতে জমা দানের পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমিয়া যাইবে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট হাট/বাজারের ইজারা মূল্য হইতে হাটের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাবদ মোট ২৫% অর্থে সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই খাতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ উপজেলা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ মোতাবেক উপজেলার অন্তর্গত অনুল্লত হাট- বাজারসমূহের উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যয় করিতে হইবে এবং এই অর্থ দ্বারা উপজেলার প্রতিটি হাট- বাজার জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিক্রয় ছাউনি (শেড), টিউবওয়েল স্থাপন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ল্যাট্রিন/ইউরিনাল নির্মাণ করিতে হইবে। এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিতরে কোন উন্নয়ন/সংস্কারমূলক কার্যে কিংবা কর্মকর্তাদের সুবিধা সৃষ্টি বা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা যাইবে না। যদি কোন অব্যয়িত অর্থ থাকে তাহা পরবর্তী বৎসরে হাট- বাজারের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে ল্যাট্রিন/ইউরিনাল ব্যবহারকারীগণের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে টোল আদায়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইজারাদারের তত্ত্বাবধানে এই সকল ল্যাট্রিন/ইউরিনাল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
- ৯.২.৭ অবশিষ্ট ৪১% অর্থ উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে। জমাকৃত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যয় হইবে।
- ৯.৩ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাটের আয় নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করিতে হইবেঃ-
- ৯.৩.১ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত সকল হাট- বাজার থেকে প্রাপ্ত ইজারা আয়ের ৫% অর্থ সেলামীস্বরূপ ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারকে "৭- ভূমি রাজস্ব" খাতে প্রদান করিতে হইবে।
- ৯.৩.২ ৪৫% অর্থ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট হাট- বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। হাটবাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ড্রেনেজ, স্যানিটেশন (ল্যাট্রিন/ ইউরিনাল), টিউবওয়েল স্থাপন, হাটবাজারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা/চলাচলের পথ নির্মাণ, ছাউনী (শেড) নির্মাণ ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই কাজগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৯.৩.৩ ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১২১০০৩৯৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯.৩.৪ অবশিষ্ট ৪৬% অর্থ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

১০. হাট- বাজার সম্পর্কিত জেলা প্রশাসকের বিশেষ দায়িত্বঃ

১০.১ এই নীতিমালায় যাহা বলা হইয়াছে উহা ব্যতিরেকে নতুন হাট- বাজার প্রতিষ্ঠা, তুলিয়া বা ভাংগিয়া দেওয়া, সীমানা নির্ধারণ, পরিধি সংরক্ষণ, অবৈধ দোকান- পাট তুলিয়া দেওয়া, ঘর- বাড়ি নির্মাণ ও উচ্ছেদ ইত্যাদি যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ১৯৯১ এবং এতদবিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে সময় সময় জারিকৃত আদেশ/নির্দেশ অনুসরণে কালেক্টর/ জেলা প্রশাসকগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০.২ এই নীতিমালায় যে সকল হাট- বাজারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উক্ত হাট- বাজার বাদে যদি ঈদ বা অন্য কোন বিশেষ উপলক্ষে অস্থায়ী হাট- বাজার বা মেলা বসানোর প্রয়োজন পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রচলিত নীতিমালার বিধি- বিধান অনুসরণপূর্বক (যতদূর সম্ভব) উহা ইজারা প্রদান করিবেন। ইজারার অর্থের ২০% অর্থ "৭- ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিবেন। অবশিষ্ট ৮০% অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা রাজস্ব তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক এ সম্পর্কে প্রচলিত বিধি- বিধান অনুসরণপূর্বক অনুমতি প্রদান করিবেন।

১১। হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

১১.১ সংশ্লিষ্ট হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

১১.১.১ হাট- বাজারের দৈনন্দিন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলী পর্যালোচনানর জন্য প্রতিটি হাট- বাজার পর্যায়ে নিম্নোক্ত ভাবে একটি হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হইবেঃ

(ক)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	-	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য	-	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত ইউপি মহিলা সদস্য	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা/ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ)	মহিলা দোকানদারদের মধ্য থেকে নির্বাচিত/মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(চ)	উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের কমিউনিটি অর্গানাইজার	-	সদস্য
(ছ)	অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ* কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত/ মনোনীত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(জ)	স্থানীয় ভ্যান ও রিক্সা চালকগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত/ নির্বাচিত ১ (এক) জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঝ)	বাস/ট্রাক মালিক সমিতি কর্তৃক একজন মনোনীত প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(ঞ)	সংশ্লিষ্ট হাট- বাজার এর স্থায়ীদোকান মালিকগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য- সচিব

উল্লেখ্য যে, কোন ইজারাদার হাট- বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইতে পরিবে না।

* নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৬ মাস পূর্ব হইতে অস্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট হাট- বাজারে নিয়মিত ব্যবসায়রত দোকানদারগণ অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে গণ্য হইবে।

১১.২ প্রতিটি হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবেঃ

- ১১.২.১ সংশ্লিষ্ট হাট- বাজারের সার্বিক উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইজারা মূল্য হইতে সংরক্ষিত অর্থের আলোকে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;
- ১১.২.২ সংশ্লিষ্ট হাট- বাজারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কল্পে প্রকল্প প্রস্তাব উপজেলা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ;
- ১১.২.৩ টোল আদায়কারীদের টোল আদায় এবং টোল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তদারকি এবং টোলরেইট টাংগানো হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;
- ১১.২.৪ অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত টোল আদায় এবং টোল দেওয়া হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা হইতে টোল আদায় রোধ করা;
- ১১.২.৫ অনুমোদিত হারে টোল আদায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বে- আইনীভাবে আদায় বা জোরপূর্বক কোনরূপ আদায় এবং ক্রেতা- বিক্রেতাদের হয়রানি রোধ করা;
- ১১.২.৬ হাট- বাজার পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ১১.২.৭ মহিলা ক্রেতা- বিক্রেতাদের ক্রয়- বিক্রয়ের সুবিধা প্রদান;
- ১১.২.৮ কমিটি ন্যূনপক্ষে মাসে একটি সভায় মিলিত হইবে। উক্ত সভায় হাট- বাজার পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হইবে এবং উহা উপজেলা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১.৩ উপজেলা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

- ১১.৩.১ ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদিত কার্যাবলী তদারকি, নির্দেশ ও পরামর্শ দানের জন্য এবং প্রতিটি হাট- বাজারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে "উপজেলা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি" নামে নিম্নোক্ত ভাবে একটি কমিটি গঠন করিতে হইবেঃ

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
(খ) উপজেলা পর্যায়ের একজন সরকারী কর্মকর্তা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(গ) উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
(ঘ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(ঙ) উপজেলা পর্যায়ের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(চ) উপজেলার সকল হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবদের থেকে ২ জন প্রতিনিধি (উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(ছ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য- সচিব

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পদটি শূন্য থাকিলে উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক উপর্যুক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হইবে।

১১.৪ উপজেলা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবেঃ

- ১১.৪.১ কমিটি প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার বৈঠকে মিলিত হইবে;
- ১১.৪.২ উপজেলার সকল হাট- বাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি নজর রাখা;
- ১১.৪.৩ হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা/প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন দেওয়া;

- ১১.৪.৪ উপজেলার অন্তর্গত হাট- বাজারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ/ উন্নয়নের জন্য জমাকৃত ১০% অর্থ দ্বারা অনুমত হাট- বাজার সমূহের উন্নয়নকল্পে প্রণীত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তাব উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা;
- ১১.৪.৫ হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব যথাযথ পালন হইতেছে কিনা না উহার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সকল হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মিটিং নিশ্চিত করা;
- ১১.৪.৬ হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী নিয়মিত জেলা প্রশাসককে অবহিত করা ও তাঁহার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করা;
- ১১.৪.৭ অনুমোদিত হারে টোল আদায় নিশ্চিত করা;
- ১১.৪.৮ হাট- বাজারের শান্তি- শৃংখলার প্রতি নজর রাখা;
- ১১.৪.৯ হাট- বাজারের অবৈধ দখল রোধ করা।

১১.৫ পৌরসভা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

১১.৫.১ পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল হাট- বাজারের দৈনন্দিন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলী তদারকির জন্য প্রতিটি হাট- বাজার পর্যায়ে নিম্নোক্ত ভাবে একটি হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হইবেঃ

(ক)	পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (ক শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা প্রকৌশলী (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সকল ওয়ার্ড কমিশনার	-	সদস্য
(ঙ)	পৌরসভা এলাকাভুক্ত দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১জন শিক্ষক) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রতিটি হাট- বাজারের দোকানদার/ ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের মধ্য হতে ২ জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ছ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	-	সদস্য
(জ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব	-	সদস্য- সচিব

১১.৬ পৌরসভা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবেঃ

- ১১.৬.১ পৌর এলাকার সকল হাট- বাজারের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জেলা প্রশাসকের সহিত পরামর্শক্রমে বাস্তবায়ন;
- ১১.৬.২ টোল আদায়কারীদের টোল আদায় এবং টোল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তদারকি;
- ১১.৬.৩ অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত টোল আদায় এবং টোল দেওয়া হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা হইতে টোল আদায় রোধ করা;
- ১১.৬.৪ অনুমোদিত হারে টোল আদায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বে- আইনীভাবে আদায় বা জোরপূর্বক কোনরূপ আদায় এবং ক্রেতা- বিক্রেতাদের হয়রানী রোধ করা;
- ১১.৬.৫ হাট- বাজারের শান্তি- শৃংখলা রক্ষা করা;
- ১১.৬.৬ হাট- বাজার পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা;
- ১১.৬.৭ প্রত্যেকটি হাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাট্রিন/ইউরিনাল নির্মাণ নিশ্চিতকরণ;
- ১১.৬.৮ হাট- বাজার এলাকায় জমি অবৈধভাবে দখল রোধ এবং উহাতে দালান- কোঠা নির্মাণ না করিতে দেওয়া; এবং

১১.৬.৯ কমিটি ন্যূনপক্ষে মাসে একটি সভায় মিলিত হইবে। উক্ত সভায় হাট-বাজারের পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হইবে এবং উহা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১.৬.১০ এই কমিটি প্রয়োজনবোধে পৌর এলাকার প্রতিটি হাটের জন্য সংশ্লিষ্ট হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১১.৭ সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

১১.৭.১ পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল হাট-বাজারের দৈনন্দিন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলী দেখাশোনার জন্য প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে নিম্নোক্ত ভাবে একটি হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হইবেঃ

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
(খ) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	-	সদস্য
(গ) ৪ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর (মেয়র কর্তৃক মনোনীত) (৩ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ঘ) প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী	-	সদস্য
(চ) সচিব, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	-	সচিব
(ছ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ	-	সদস্য
(জ) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা/সম্পত্তি কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

১১.৮ সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবেঃ

১১.৮.১ সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল হাট-বাজারের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন;

১১.৮.২ টোল আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং;

১১.৮.৩ হাটবাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;

১১.৮.৪ হাটবাজারের জায়গায় অবৈধ দখল ও অবৈধ নির্মাণ রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ;

১১.৮.৫ হাটবাজারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাট্রিন ও প্রসাবখানা স্থাপন নিশ্চিত করা;

১১.৮.৬ হাটবাজারের পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করা;

১১.৮.৭ কমিটি প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং উহার সুপারিশ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

১১.৮.৮ এই কমিটি প্রয়োজনবোধে সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতিটি হাটের জন্য হাটবাজার ভিত্তিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১১.৯ কোরামঃ

সকল স্তরের হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি 'কোরাম' বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উল্লিখিত কমিটিসমূহের মেয়াদ কমিটি গঠন করতঃ প্রথম সভা থেকে তিন বৎসর মেয়াদের জন্য হইবে।

১২। জেলা পর্যায়ে নিয়মিত মাসিক রাজস্ব সভায় পর্যালোচনাঃ

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ভূমি প্রশাসন সংক্রান্ত বৈঠকে বিভিন্ন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ এবং জেলার সমস্ত হাট-বাজারের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখিবেন এবং বিভিন্ন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদান ও উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন।

১৩। ইজারা ক্ষমতা বাতিল ও ব্যবস্থা গ্রহণঃ

উপজেলা পরিষদ এবং খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভা ব্যবস্থাপনাধীন হাট- বাজারসমূহ বিধি মোতাবেক ইজারা প্রদানে ব্যর্থতা, ইজারা মূল্যের অন্ততঃ ২৫% অর্থ উপজেলা হাট- বাজার উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এবং ৪৫% অর্থ পৌরসভা হাট- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট/অনুমত হাটের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় না করা, ইজারালব্ধ অর্থের নির্দিষ্ট অংশ যথাসময়ে সরকারী খাতে জমা না দেওয়া, ইজারার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ না করিয়া বা ইজারা চুক্তি সম্পাদন না করিয়া ইজারাদারের নিকট হাট- বাজারের দখল হস্তান্তরসহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য অনিয়ম প্রমাণিত হইলে উক্ত উপজেলা পরিষদ এবং খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভা মেয়রের ইজারা প্রদানের ক্ষমতা বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণ গ্রহণ করিবেন এবং কথিত হাট- বাজার ইজারা প্রদান করিবেন। অনুরূপভাবে ক শ্রেণীর পৌরসভা, জেলা প্রশাসকগণ এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ইজারা প্রদানের ক্ষমতা বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত হাট- বাজার ইজারা প্রদান করিবেন।

১৪। আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

১৪.১ হাট- বাজার ইজারা প্রদানকালে স্থিরকৃত মূল্যের উপর ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত ৫% আয়কর আদায় করিতে হইবে। এখানে উল্লেখ্য যে দরপত্র আহ্বানের সময় আয়কর আদায়ের বিষয়টিও দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে। আদায়কৃত আয়করের টাকা নিম্নলিখিত খাতে জমা প্রদান করিতে হইবেঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৯(৩)২(২০) ধারা অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতা 'কোম্পানী' মর্যাদার হইলে আদায়কৃত অর্থ "১/১১৪১/০০০০/০১০১ আয়কর কোম্পানীসমূহ" খাতে এবং ইজারা গ্রহীতা কোম্পানী ব্যতীত মর্যাদার হইলে আদায়কৃত অর্থ "১/১১৪১/০০০০/০১১১- আয়কর কোম্পানী ব্যতীত" খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৪.২ হাট- বাজার ইজারা প্রদানকালে স্থিরকৃত মূল্যের উপর ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় করিতে হইবে। এখানে উল্লেখ্য যে, দরপত্র আহ্বানের সময় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায়ের বিষয়টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে। আদায়কৃত মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) টাকা "১/১১৩৩/০০০০/০৩১১" কোড নম্বরে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূসক কর্তৃপক্ষের বিধানে উল্লেখিত সময়ে অথবা ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে (যা আগে হয়) জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৪.৩ পরিশিষ্ট- '৩' এ উল্লিখিত দুইটি 'ক' ও 'খ' মূসক নিবন্ধন পত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। দেশের অনেক হাট- বাজারেই ইতিমধ্যে সরকারি অর্থে অথবা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের আওতায় মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান নির্মাণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট হাট- বাজারসমূহেও এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হইবে এবং ঐ সকল দোকান বরাদ্দ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অত্র বিভাগ হইতে স্মারক নং- প্রজেই- ২/হ- ১৪/৯৯/৩৯৬(৫৭৩৩), তারিখঃ ২২/০৮/২০০১ খ্রিঃ (৭ ভাদ্র, ১৪০৮বাং) এ জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। এই নীতিমালায় যাহাই বলা হউক না কেন স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনবোধে ও জনস্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।


১৭। এই নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিশ্চিত করিতে হইবে। ইহা জারী হওয়ার পর হইতে কার্যকর হইবে। উল্লেখ্য যে, এই নীতিমালা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

এই নীতিমালা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।


আবু আলম মোঃ শাহিদ খান
সচিব

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

- (১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- (২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- (৩) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ/ অর্থ বিভাগ/
আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- (৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- (৫) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
- (৬) মহাপরিচালক, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- (৭) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট।


ধনঞ্জয় কুমার দাস
সিনিয়র সহকারী সচিব

সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মনোগ্রাম ও নাম

ক্রমিক নং..... বাজারের নামঃ

তারিখ..... দরপত্র ক্রেতার নামঃ

পর্যায় নং..... পিতার নামঃ

গ্রামঃ ডাকঘরঃ.....

উপজেলাঃজেলাঃ

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে

হোল্ডিং নম্বরঃএলাকার নামঃওয়ার্ড নম্বরঃ.....

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষঃ.....

হাটবাজার ইজারা দরপত্র সিডিউল..... বাংলা সন

- ১। বাজারের নামঃ
- ২। দরপত্র দাতার নামঃ
- ৩। পিতার নামঃ
- ৪। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ ডাকঘরঃ
- উপজেলাঃ জেলাঃ
- ৪। বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রামঃ ডাকঘরঃ
- উপজেলাঃ জেলাঃ
- ৫। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে
- হোল্ডিং নম্বরঃএলাকার নামঃওয়ার্ড নম্বরঃ.....
- ৬। দাখিলকৃত দরের পরিমান (অংক) মোটঃ
- কথায়ঃ.....

৭। দাখিলকৃত দরের ৩০% জামানত জমার বিবরণঃ

<u>ব্যাংকের নাম ও শাখার নাম</u>	<u>ব্যাংক ড্রাফট/পে- অর্ডার নং</u>	<u>তারিখ</u>	<u>টাকার পরিমান</u>
(ক)			
(খ)			
(গ)			
(ঘ)			
সর্বমোট (অংকে).....			
(কথায়).....			

অঙ্গীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারীপিতা.....গ্রাম.....
ডাকঘর..... উপজেলা..... জেলা..... কর্তৃক বাংলা সনের হাট- বাজার
ইজারার জারিকৃত বিজ্ঞাপ্তি সিডিউলের শর্তাবলী ও টোল আদায়ের হার অবগত হইলাম এবং উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

দরপত্রদাতার স্বাক্ষর

.....বাংলা সনের হাট- বাজার ইজারার শর্তাবলী

- ১। বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে সনের ৩০শে চৈত্র ১(এক) বৎসর মেয়াদকালের জন্য হাট- বাজার ইজারা দেওয়া হইবে।
- ২। দরপত্রদাতাকে দরপত্রের সহিত দরপত্রে উল্লিখিত দরের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) অর্থ জামানত হিসাবে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে ব্যাংক ড্রাফট/পে- অর্ডার এর মাধ্যমে এর অনুকূলে জমা দিতে হইবে। ইহার অন্যথায় দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত টাকা হইতে ২৫% অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হইবে এবং বাকী ৫% অর্থ জামানত হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে। ইজারা গ্রহীতা নিয়মিত হাট- বাজার নিজ খরচে পরিষ্কার না করিলে অন্য কোন ক্ষতি সাধন করিলে উক্ত জামানত হইতে তাহা মিটানো হইবে। বৎসর সমাপনান্তে অব্যবহৃত টাকা জমাকারীর বরাবর প্রত্যাপণ করা হইবে।
- ৩। যাহার দরপত্র গৃহীত হইবে, দরপত্র সংবাদ অবহিত হওয়ার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরপত্রে উল্লিখিত দরের অবশিষ্ট ৭৫% (শতকরা ৭৫ ভাগ) অর্থ মোট দাখিলকৃত দরের উপর অতিরিক্ত ৫% আয়কর এবং ১৫% ভ্যাট অবশ্যই একই সঙ্গে পরিশোধ করিতে হইবে, অন্যথায় বাজারের জন্য জমাকৃত জামানত বাজেয়াপ্তপূর্বক পুণরায় ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।
- ৪। প্রাপ্ত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত অংক যদি সংশ্লিষ্ট হাট- বাজারের সরকারি মূল্যের কম হয় তাহা হইলে পুণরায় দরপত্র আহবান করা হইবে।
- ৫। এক হাট- বাজারের জন্য ক্রয়কৃত দরপত্র আরেক হাট- বাজারের জন্য দরপত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না। দরপত্র গ্রহণের দিন কোন দরপত্র সিডিউল বিক্রয় করা হইবে না। এক দফার জন্য বিক্রয়কৃত দরপত্র অন্য দফায় আহবানকৃত হাট- বাজারের দরপত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।
- ৬। খামের উপর দরপত্রদাতার নাম, ঠিকানা ও বাজারের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৭। সরকার অনুমোদিত টোল আদায়ের হার মোতাবেক টোল আদায় করিতে হইবে। বিনা রশিদে টোল আদায় করা যাইবে না। ইজারাদার নিজ খরচে বাজারে দৃশ্যমান একাধিক স্থানে টোল চার্ট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।
- ৮। প্রত্যেক বাজারের জন্য পৃথক পৃথক সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রদাতাকে দরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিতে হইবে।
- ৯। ইজারাদার কোনক্রমেই হাট- বাজার অন্যের নিকট সাব- লিজ দিতে পারিবেন না।
- ১০। ইজারার সমস্ত অর্থ (ভ্যাট, আয়করসহ) পরিশোধের ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) নন- জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারাদার কর্তৃক ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।
- ১১। দুই বা ততোধিক দরপত্র দাতার দর সর্বোচ্চ বা একই হইলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- ১২। ইজারাদার নিজ খরচে হাট- বাজার পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখিবেন।
- ১৩। ইজারাদার নিজ খরচে একটি পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।
- ১৪। কোন প্রকার ঘষা- মাজা, কাটাকাটি, লেখার উপর লেখা দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।
- ১৫। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাট- বাজার ইজারা অনুমোদিত না হইলে ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং দখলকৃত সময়ে হারাহারিভাবে ইজারার অর্থ কর্তনপূর্বক বাকী অর্থ ইজারাদারকে প্রদান করা হইবে।
- ১৬। হাট- বাজারের ইজারার টাকা সরকারি দাবী আদায় আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায় করা যাইবে।
- ১৭। চুক্তিপত্রের যে কোন শর্ত লংঘন করা হইলে ইজারা বাতিল করা যাইবে।
- ১৮। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

অফিসের নাম
হাট- বাজার ইজারার চুক্তি দলিল

প্রথম পক্ষঃ ইজারা দাতা

.....
.....
.....

দ্বিতীয় পক্ষঃ ইজারা গ্রহীতা

নামঃ
পিতাঃ
ঠিকানাঃ
.....
.....

আমরা পক্ষদ্বয় হাট- বাজারবাংলা সনেরতারিখ হইতে
.....তারিখ পর্যন্ত ইজারা প্রদান ও গ্রহণে সম্মত হইয়া নিম্নোক্ত শর্তাবলীতে এই চুক্তি সম্পাদন করিলাম।

শর্তাবলী

- ০১। হাট- বাজারের প্রত্যেক মহালের সীমানা বহাল থাকিবে। মহালের অন্তর্গত কোন জায়গা একমাত্র টোল আদায় ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।
- ০২। সরকার অনুমোদিত টোল আদায়ের হার মোতাবেক টোল আদায় করিতে হইবে; সরকারি হারের অতিরিক্ত টোল আদায় করা যাইবে না। ইজারা গ্রহীতা নিজ খরচে বাজারে দৃশ্যমান একাধিক স্থানে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য টোল চাট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন। হাট- বাজার হস্তান্তর করিবার পূর্বে কোন টোল আদায় করা যাইবে না।
- ০৩। পাকা রশিদ ব্যতীত কোনক্রমেই টোল আদায় করা যাইবে না।
- ০৪। ইজারা গ্রহীতা কোনক্রমেই হাট- বাজার বা এর কোন মহাল অন্যের নিকট ইজারা হস্তান্তর বা সাব- লিজ দিতে পারিবেন না।
- ০৫। ঝাড়ুদার কর্তৃক কোন টোল আদায় করা যাইবে না। ঝাড়ুদারের বেতন ইজারাদার বহন করিবেন।
- ০৬। ইজারাগ্রহীতা নিজ খরচে হাট- বাজার পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখিবেন।
- ০৭। ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক হাট- বাজারের মধ্যে কোন নালা/কূপ ইত্যাদি খনন বা গাছ কাটা বা অন্য কোন সম্পত্তি বিনষ্ট করা যাইবে না।
- ০৮। হাট- বাজারের মহাল সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের বা সরকারি নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হইবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন মহাল বা মহালের অংশ বিশেষ অন্যত্র স্থানান্তর করা বা নতুন কোন মহাল তৈরী করা যাইবে না।
- ০৯। হাট- বাজারের পেরী- ফেরীভুক্ত খাসমহালের অন্তর্গত কোন ভিটি বাৎসরিক বা খন্ডকালীন পত্তন বাবদ কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে অর্থ আদায় করা যাইবে না।
- ১০। হাট- বাজারে কোন অসামাজিক কার্মকাণ্ড চালাইতে বা চলিতে দিতে পারিবেন না বা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মেলা, যাত্রা ইত্যাদি চলিতে বা চালাইতে দেওয়া যাইবে না।
- ১১। হাট- বাজারের খালি জমিতে কোন প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজারের কোন প্রকার ক্ষতি বা বাজারের সীমানা সংকোচন করা যাইবে না।
- ১২। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা এর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা টোল আদায় জরীপে বা অন্য কোন ব্যাপারে পরিদর্শন বা তদন্ত কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন। উক্ত তদন্ত/পরিদর্শন কাজে সার্বিক সহযোগিতা বা চাহিদা মোতাবেক কাগজ- পত্র প্রদান করিতে ইজারাদার বাধ্য থাকিবেন।
- ১৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় ইজারা বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলে ইজারা গ্রহীতা (২য় পক্ষ) তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন এবং কোন প্রকার ওজর/আপত্তি করিতে পারিবেন না। এ ক্ষেত্রে জমাকৃত ইজারার অর্থ ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক দখলকৃত সময়ের জন্য হারাহারিভাবে কর্তনপূর্বক বাকী অর্থ ইজারা গ্রহীতাকে প্রদান করা হইবে।

১৪। চুক্তিপত্রের যে কোন শর্ত লংঘন করা হইলে ইজারা বাতিল করা যাইবে।

অদ্য খ্রিঃ তারিখ নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের সম্মুখে হাজির হইয়া আমরা পক্ষদ্বয় এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলাম।

১ম পক্ষ
ইজারাদাতা

২য় পক্ষ
ইজারা গ্রহীতা

সাক্ষীগণ

১।

২।

৩।

হাট- বাজারের তফসিল

হাট- বাজারের নাম

মৌজা ও জেএল নং

জমির পরিমান



ছক- ক

[দ্রষ্টব্যঃ সাধারণ আদেশ নং...../মুসক/৯৯, তারিখঃ.....খ্রিঃ]

- ১। ইজারাদারের নাম ও ঠিকানাঃ
- ২। কর সনাক্তকরণ নম্বরঃ
- ৩। যে স্থান বা স্থাপনার জন্য ইজারা গ্রহণ করা হইয়াছেঃ
- ৪। ইজারা মূল্য (মূল্য সংযোজন কর বাদে)ঃ
- ৫। আদায়কৃত মূল্য সংযোজন করঃ
- ৬। যে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে তা সরকারি কোষাগারে
জমা প্রদান করা হইয়াছে তার নম্বর ও তারিখঃ
(ট্রেজারি চালানের কপি/ফটোকপি সংযুক্ত করতে হইবে)

আদায়কারী কর্তৃপক্ষের নাম, স্বাক্ষর ও সীল

ছক- খ

[দ্রষ্টব্যঃ সাধারণ আদেশ নং...../মুসক/৯৯, তারিখঃ.....খ্রিঃ]

- ১। ইজারাদারের নাম ও ঠিকানাঃ
- ২। মুসক নিবন্ধন নম্বরঃ
- ৩। যে স্থান বা স্থাপনার জন্য ইজারা গ্রহণ করা হইয়াছেঃ
- ৪। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানাঃ
- ৫। ইজারা গ্রহণের তারিখ ও মেয়াদঃ
- ৬। ইজারা মূল্য (মূল্য সংযোজন কর বাদে)ঃ
- ৭। প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করঃ
- ৮। ট্রেজারি চালানের নম্বর ও তারিখঃ

আদায়কারী কর্তৃপক্ষের নাম, স্বাক্ষর ও সীল